Contents

জাতীয় সম্মেলন '৯৪

স্মরণিকা '৯৪

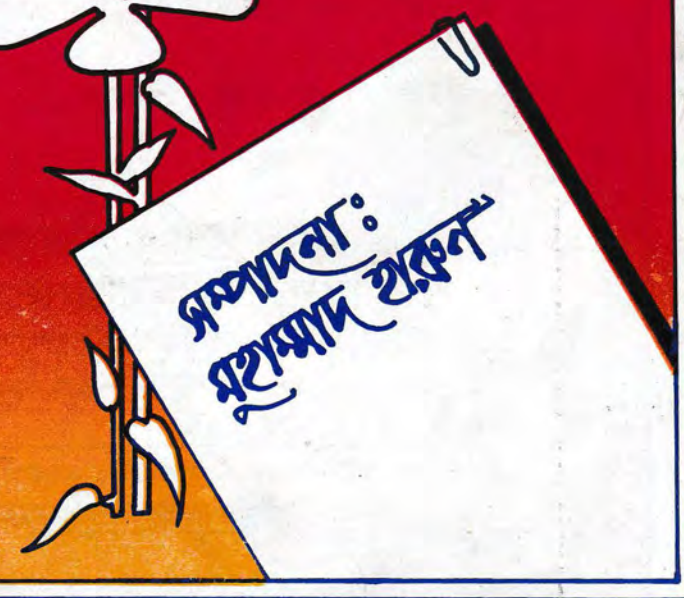

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সুসংবাদ সুসংবাদ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
HADEES FOUNDATION BANGLADESH
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের সটীকা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ।
- যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দান, দৈনন্দিন মাসায়েল ও ব্যবহারবিধির উপরে "ফিক্হুল হাদীছ" নামে খণ্ডাকারে গ্রন্থ প্রকাশ।
- আকীদা ও আমল বিষয়ক বিভিন্ন যরূরী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ।
- ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র ও দারুল ইফতা স্থাপন।
- একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকার প্রকাশনা।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ঠিকানাঃ নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন (অনুরোধ ক্রমে)ঃ ৬১৩৪

আরবী হ'তে বাংলায় অনুবাদে পরিপক্ক এবং হাদীছপন্থী লেখক ও গবেষকগণকে পরিচালকের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org

জাতীয় সম্মেলন '৯৪

স্মরণিকা

সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ হারুন

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

www.ahlehadeethbd.org

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
جمعية شبان أهل الحديث، بنغلاديش
Bangladesh Ahlehadees Youth Association

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য়তলা), রানী বাজার
ডাকঘরঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০

প্রকাশকালঃ মার্চ ১৯৯৪ ইং

কম্পিউটার মুদ্রণঃ মুমু কম্পিউটারস্
আলুপট্টি, ঘোড়ামারা,
রাজশাহী-৬১০০

অফসেট মুদণঃ দি বেঙ্গল প্রেস
অফসেট এন্ড লেটার প্রিন্টার্স
রানীবাজার, রাজশাহী। ফোনঃ ৩৪১২

হাদিয়াঃ আট টাকা মাত্র (সাদা)
ছয় টাকা মাত্র (নিউজ)

JATTO SHAMMELON '94 SHARANIKA

Edited by: Muhammad Harun

Published by: Bangladesh Ahlehadees Juboshangho

Head Office: Madrasah Market (2nd floor)
Ranibazar, P.O. Ghoramara,
Rajshahi-6100

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

সূর্যে মেঘমালার আবরণ ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। ক্ষণিকের তরে ধরিত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও এর স্থায়িত্ব নেই। পূব আকাশে সোনালী সূর্য তার স্বকীয়তা নিয়ে উদীত হলে সমস্ত আঁধার কেটে পৃথিবী আলোকময় হয়ে ওঠে। সূর্য দীপ্তিময় হলে ক্রমে ঘোর আঁধার গহীনে হারিয়ে যায়, সত্যও তেমন। আল্-কুরআনের ভাষায়- "সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত।"

সমগ্র জাহেলিয়াতে হেদায়াতের আলো জ্বালিয়ে বিশ্বকে আলোকময় করেছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। জাহেলিয়াত তার সমস্ত হাতিয়ার নিয়ে চড়াও হলেও উদীয়মান সত্যাবৃত করতে পারেনি। তেমনি এদেশে সত্যসেবী একক যুব সংগঠন "বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ" ঐশী হেদায়াতের দীপ্ত অনির্বাণ নিয়ে জাহেলিয়াতের ময়দানে বীর সেনানীর ন্যায় ক্রমশঃ হচ্ছে আগোয়ান। এরা নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। এদের লক্ষ্য এমন একটি ইসলামী সমাজ- যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ, থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ। এদের যাত্রা উদীয়মান সূর্যের ন্যায়। কিন্তু আজও সেকালের ন্যায় ছদ্মবেশী কপট বিশ্বাসীরা ষড়যন্ত্রের জ্বাল বিস্তার করে এদের গতিরোধ করতে চায়। 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র হীন পায়তারায় মেতে ওঠে। তাদের এহেন কুচক্র বিজ্ঞ মহলে আজ খুবই স্পষ্ট। তাই আন্দোলনকারীগণ আর শুভঙ্করের ফাঁকিতে বিশ্বাসী নয়। তাদের সামনে সম্ভাবনাময় জীবন। তাই তারা জিহাদী কাফেলায় শামীল হয়ে করছে তাদের জীবন জান্নাতের পথে গতিময়। তাদের যাত্রা পথে প্রতিবারই প্রেরণা যুগিয়ে থাকে জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা। এবারের জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে ইন্শাআল্লাহ।

আপোষহীন জিহাদী কাফেলার দীপ্ত নকীব জাতীয় সম্মেলন '৯৪ ও তাবলীগী ইজতেমা 'স্মরণিকা' আন্দোলনের বজ্র-কঠিন শপথ নিয়ে প্রকাশিত হলো-ফালিল্লাহিল হামদ। যে সকল ভাই-বোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা পাঠিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়	
২।	আল্-কুরআন	৫
৩।	আল্-হাদীছ	৬
৪।	মনীষীদের ভাবনা	৭
৫।	প্রতিবেদন ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা '৯৩	৮
৬।	প্রবন্ধঃ	
	(ক) শাওয়ালের ষড় রোযা	১০
	(খ) তাক্ওয়ার গুরুত্ব	১২
	(গ) তরুণের অভিযান	১৫
	(ঘ) মুসলিম শক্তির অধঃপতনঃ কিছু প্রাসংগিক আলোচনা	১৭
	(ঙ) জাতির নৈতিক অবক্ষয় রোধে যুব সমাজ	২৪
৭।	কবিতাঃ	
	(ক) জিহাদী স্মৃতি	২৬
	(খ) হিসাব-নিকাস	২৬
	(গ) অভিলাষ	২৭
	(ঘ) ভুল ঠিকানা	২৭
	(ঙ) সরল পথ	২৮
	(চ) হে তরুণ!	২৯
	(ছ) একেই বলে অন্ধ পূজা	৩০
	(জ) আঁধার পথের আলো	৩১
	(ঝ) বীর সেনানী	৩২

www.ahlehadeethbd.org

আল্-কুরআন

মহান আল্লাহ বলেন-

- মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; মন্দের আদেশ প্রদান করে আর ভাল কাজ হ'তে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, কাজেই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। (৯ঃ৬৭)

- আল্লাহ মুনাফিক নর-নারী ও কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন-তাতে পড়ে থাকবে সর্বধা। সেটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অবিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (৯ঃ৬৮)

- ঈমানদার নারী-পুরুষ একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (ছাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সু-কৌশলী। (৯ঃ৭১)

- আল্লাহ ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রস্রাবন প্রবাহিত। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে থাকার পরিচ্ছন্ন ঘর। বস্তুতঃ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটাই হ'ল মহান কৃতকার্যতা। (৯ঃ৭২)

- হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন, তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হ'ল দোযখ এবং তা হ'ল নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৯ঃ৭৩)

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

www.ahlehadeethbd.org

আল্-হাদীছ

মুহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন-

- এ দ্বীনে-ইসলাম সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এর উপর টিকে থেকে একদল মুসলিম কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে। -মুসলিম

- যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে শাহাদত লাভের কামনা করে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছায়ে দেন, যদিও সে আপন বিছানায় শুয়ে মারা যায়। -মুসলিম

- যে ব্যক্তি জিহাদে অংশ গ্রহন করল না, এমনকি উহার আকাংখাও পোষণ করল না। এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করল, সে মুনাফিকের চরিত্রের উপর মৃত্যুবরণ করল।- মুসলিম

- মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই, অবশ্য জিহাদ ও নিয়াত এর বিধান বিদ্যমান রইল। তোমাদেরকে যখনই জিহাদে গমনের আহবান করা হবে, তখনই তোমরা বেরিয়ে পড়বে। -বুখারী ও মুসলিম

- তোমরা মুনাফিকদের সাথে জান-মাল ও কথা দ্বারা জিহাদ কর।-আবু দাউদ, নাসাঈ

- দু'টি চক্ষুকে জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না। একটি এমন চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, অপর চক্ষু আল্লাহর পথে বিনিদ্রাবস্থায় পাহারা দেয়। -তিরমিযী

তাক্বলদি একটি জাহেলী প্রথা। এর ফলে ব্যক্তি পুজার শিরক জন্ম নেয়। শরীয়ত গবেষনার দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম ঐক্য ও শান্তি বিনষ্ট হয়।

www.ahlehadeethbd.org

মনীষীদের ভাবনা

- দ্বীনের বাণীবাহকদের একথা ভাল ভাবেই বুঝে নিতে হবে যে, ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ও ঐশী বাণীর মারফত স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই সে পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত দ্বীনের প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়।
  -সাইয়েদ কুতুব শহীদ

- ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি ও ঐশী বাণী দ্বারাই নির্ধারিত এবং এ পদ্ধতি নিখুঁত, স্থায়ী এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী। অন্য সকল পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতি মানব প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণেই বাস্তব আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া এবং এ সম্পর্কে মানুষের অন্তরে জীবন্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া এবং এ পদ্ধতি ধাপে ধাপে অনুসরণের পূর্বে ইসলাম এটাকে একটি নির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে মানুষের কাছে পেশ করেছে।
  -সাইয়েদ কুতুব শহীদ

- ইসলাম এসেছিল ঐক্যের পয়গাম নিয়ে। কিন্তু অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর কবলে পড়ে সে আজ মতবিরোধ ও ঝগড়া-বিবাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।... এ সবের কারণ নিয়ে যখনই আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি, দেখতে পেয়েছি প্রতিটি গ্রুপই সত্য ও ন্যায়ের কেন্দ্র থেকে কিছু না কিছু বিচ্যুত হয়েছে। গোঁড়ামী এবং বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রত্যেকেই সত্যের অনুসারী বলে দাবী করেছে। কিন্তু সত্যের একনিষ্ঠ রাজপথে চলার পরিবর্তে তারা আবেগ তাড়িত হয়েছে। -শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী

- কুরআন ও হাদীছের সম্মিলিত ব্যবস্থা বা কোডের নাম হইতেছে ইসলাম। সুঈজ, টার্কিশ বা ইংলিশ ব্যবস্থার বা আইনের নাম যেরূপ ইসলাম নহে, কোন ফকীহ, দরবেশ বা নেতা ইমামের ব্যক্তিগত অভিমত বা সিদ্ধান্তও সেই এলাহী ব্যবস্থার আসন অধিকার করিতে পারে না। মুসলিম জাতির জাতীয় ভারকেন্দ্র হইতেছেঃ কেতাব ও সুন্নত-উহাই তাহাদের সুবিন্যস্ত জাতীয়তার সংহতি কেন্দ্র। -আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)

- যে কোন আন্দোলন সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক কর্মপন্থা ও তা বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত প্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। এটা যেমন বাস্তব সত্য, তেমনি আরও সত্য হ'ল সর্বাগ্রে সেই আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কর্মীদের সঠিক জ্ঞান হাছিল করা ও তা হৃদয়মূলে দৃঢ় বিশ্বাস আকারে গ্রোথিত হওয়া। আন্দোলন সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান যার নেই, হৃদয়ে তার কোন আকুতি-সৃষ্টি হয় না। আর যে আন্দোলন হৃদয় থেকে উত্থিত হয় না, সে আন্দোলন কখনোই টিকে থাকেত পারে না।
  -ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ-আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিবেদন
৪র্থ জাতীয় সম্মেলন '৯৩
ও
তাবলীগী ইজতেমা

--মুহাম্মাদ হারুন

১৯৯৩ সাল। ১লা ও ২রা এপ্রিল, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার। বাংলাদেশের সর্বাদিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত জেলা রাজশাহী শহর উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী সংলগ্ন ময়দানে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঐতিহাসিক ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন উপমহাদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বর্তমান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ-আল-গালিব। তেলাওয়াতে কালামের পর সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে যথাক্রমে সম্মেলন শুরু হয়।

বগুড়ার ইঞ্জিনিয়ার শাহ মুহাম্মাদ আব্দুল মতিন, খুলনার মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, কুমিল্লার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক ডঃ মুহাম্মাদ মঈনুদ্দীন আহমদ খাঁন, তাওহীদ ট্রাষ্ট বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, সিলেটের মাওলানা শামসুদ্দীন, গাইবান্ধার মাওলানা মুহাম্মাদ সিহাবুদ্দীন সুন্নী, সাতক্ষীরার মাওলানা আব্দুস সামাদ এবং পাবনার মাওলানা মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ সহ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত বাগ্মী, সর্বস্তরের উপদেষ্টা, সুধী ও শুভানুধ্যায়ী ইজতেমায় যোগদান করেন।

বিভিন্ন জেলার আন্দোলন পাগল শত-সহস্র যুব-তরুণ ট্রেনযোগে এবং বাস রিজার্ভ করে বিপুল সমারোহে সম্মেলনে উপস্থিত হন। সুসজ্জিত বৃহৎ প্যাণ্ডেল জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে পার্শ্বস্থ ফাঁকা জায়াগাসহ বিমান বন্দর রোড পর্যন্ত জনতার ঢল লক্ষ্য করা যায়।

জ্বলধির উর্মিমালার ন্যায় বিশাল জনসমুদ্র দেখে স্থানীয় জনমনে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে আহলেহাদীছদের এরূপ জনস্রোত ও সাফল্যজনক সমাবেশ হয়নি বলে কোন কোন বিজ্ঞ মহল মন্তব্য করেন।

লক্ষণীয় যে, ইজতেমায় রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। জনাব মেয়র বলেন- 'আমি অনেক সাংগঠনিক তৎপরতা দেখেছি, তবে নিঃসন্দেহে আপনাদের এ আহলেহাদীছ আন্দোলন মহান সম্ভাবনাময়।' ইসলামের নির্ভেজাল আদি রূপ দর্শনে তাঁর হৃদয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের শ্বাশত ও অকৃত্রিম আদর্শের প্রতি শ্রোতাবৃন্দের মনে অনুরাগ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। যথাক্রমে দ্বিতীয় দিন ফজর পর্যন্ত ইজতেমা চলতে থাকে। শ্রোতামণ্ডলী বাস্তব অনুভূতি নিয়ে আন্দোলনের বজ্র-কঠিন শপথ গ্রহণ করতঃ নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাগমন করেন।

উক্ত ইজতেমার আরও একটি লক্ষণীয় দিক এই যে, শরীয়ত সম্মত, সুনিয়ন্ত্রিত পৃথক মহিলা প্যাণ্ডেলে নির্ভেজাল তাওহীদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলার বিভিন্ন জেলার আন্দোলন প্রিয়া মহিয়ষী রমণীবৃন্দ ইজতেমায় স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান করেন। তাদের এ স্বতঃস্ফূর্ততা তৎকালীন রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে মহাবীর খালেদ বিন ওয়ালীদের বীরাঙ্গনা বোন হযরত খাওলা পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার সমীপে স্মারকলিপি আকারে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

দাবীসমূহঃ

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী আইন ও শাসন চাই।

(২) কবর পুজা, পীর পুজা, ওরস ও মিলাদ প্রথাসহ বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদা'আতী প্রথাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং রেডিও, টিভি ও সরকারী প্রচার মাধ্যমসমূহে এ সবের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালাতে হবে।

(৩) দেশের স্কুল, মাদ্‌রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে এবং ইসলামী ফাউণ্ডেশনে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বইপত্র সিলেবাসভুক্ত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন কিতাব সংযোজন ও প্রকাশ করার দাবী জানাচ্ছি।

(৪) ধুমপান, মাদক সেবন, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক গণজাগরণ ও গণপ্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের ন্যায় বিভিন্ন কল্যাণমুখী যুব প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশের কাওমী মাদ্‌রাসাগুলিকে সরকারী আনুকূল্য প্রদান করা হউক।

(৬) যুব চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য প্রচার কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

শাওয়ালের ষড় রোযা

-শিহাবুদ্দীন সুন্নী

সেই আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর অপার অনুগ্রহে আমরা স্বাধ্যানুযায়ী রামাযানের ফরয রোযা পালন করতঃ মাহে শাওয়ালে পদার্পণ করেছি। এ মাসে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে আমরা তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করি। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহানবী (ছাঃ) এর প্রতি, যিনি ছিলেন গোটা বিশ্বের বাস্তব রহমত। তাই তিনি তাঁর দুর্বল উম্মাতের প্রতি সদয় হয়ে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে এমন সরল-সহজ ব্যবস্থা আমাদের জন্য করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর উম্মাত বেশী বেশী করে পুণ্য অর্জন করতে পারে। এই শাওয়াল মাসটিও সেরূপ একটি সুবর্ণ সুযোগের মাস। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন-

عن ابى ايوب الانصارى انه حدثه ان رسول الله صلعم
قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام
الدهر- رواه مسلم

অর্থাৎ আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণিত-নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি রামাযান মাসের সিয়াম বা রোযা পালন করল তৎপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা আদায় করল, সে যেন সারা বছরই সিয়াম বা রোযা পালন করল। কারণ রামাযানের ৩০টি রোযার ছোয়াব ৩০×১০= ৩০০ (তিনশত) ফরয রোযার সওয়াব সমতুল্য। আর যেহেতু চন্দ্রমাস হিসাবে বছর ৩৬০ দিনে হয়; সেহেতু ৬০ দিনের রোযা বাকী থাকল, এই ছয়টি রোযা রাখলে যেন ইহা ফরজের সমমানে ৬×১০ = ৬০টি ফরয রোযার তুল্য হবে। বিধায় সকল মু'মিন মুসলিম ভাই-বোনদেরও কর্তব্য শাওয়াল মাসের এই ছয়টি রোযা পালন করা।

তবে স্মরণ রাখা দরকার-আমল যে যতই করুক, তা অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে। নইলে সবই বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন সুরা মুহাম্মাদ এর ৩৩ নং আয়াতে- হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ কর, তোমরা তোমাদের আমলগুলিকে নষ্ট করো না। সুরা নেসার ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-যে ব্যক্তি রাসূলের (ছাঃ) তাবেদারী করল সে আল্লাহর তাবেদারী করল। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী শরীয়তের সকল কার্য পালন করা অবশ্যই সকল উম্মাতের কর্তব্য। যথা- সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত, দো'আ-কালাম, ফরয, নফল, সুন্নাত, ওয়াজিব ইত্যাদি তাঁর সুন্নাতানুযায়ী হলে কবুল হবে, নইলে বাতিল হবে। সুন্নাতের খেলাফ কোন কার্য করে ছোয়াব তো দূরের কথা ইহা বিদ'আত হওয়ার জন্য রোজ হাসরে রাসূলের (ছাঃ) শাফা'য়াত তার ভাগ্যে জোটবে না-মিশকাত।

www.ahlehadeethbd.org

বর্ণিত হাদীছটিতে من صام رمضان শব্দ প্রয়োগে প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখবে তারই জন্য এই নফল রোযা পালনীয়। যে ফরজ পালন করল না তার নফলের মূল্যই নাই। ثم اتبعه শব্দের দ্বারা প্রমাণ হয় যে এই রোযা রামাযানের পরেই করতে হবে কিন্তু রামাযানের সাথেই মিলে দেয়া যাবে না। ثم শব্দ দ্বারা কিছু বিলম্বে করাও প্রমাণিত। তবে হ্যাঁ কেউ ঈদের পরদিনহতে করলেও দোষ নেই। ست শব্দ দ্বারা বুঝা যায় রোযা ছয়টি করতে হবে। কম-বেশী করা যাবে ন। কেউ কেউ বলে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী থাকলে নাকি ৩টা ৩টা করে করলেই চলবে, ইহা অবান্তর কথা। من شوال শব্দ দ্বারা বুঝা যায় রোযা অবশ্যই শাওয়াল মাসের মধ্যেই হতে হবে, অন্য কোন মাসে নয়। অন্য মাসে করলে তা সাধারণ নফল রোযা হিসাবে গণ্য হবে। রামাযানের ফরয সমতুল্য হবে না। হ্যাঁ যার অভ্যাস তিনি প্রতি মাসের ন্যায় এ মাসেও ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে আইয়্যামে রিয়াজের রোযা রাখতে পারেন। এই তিনটি রোযা প্রতি মাসে রাখলে গোটা মাসেই সে নফল রোযা রাখার ছোয়াব পাবে-মিশকাত। كان كصيام الدهر শব্দ দ্বারা বুঝা যায় সে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখার ছোয়াব পাবে। কোন কোন ইমাম বলেন যে, সে ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রাখার ছোয়াব পাবে, তবে পূর্বের কথাই অগ্রগণ্য।

স্মরণ রাখুন! নফল ইবাদত ফরয ইবাদতের পরিপূরক, বিচার দিনে ফরজের কমতি হলে নফল দ্বারা তা পূরণ করা হবে (-মিশকাত, আবু দাউদ, আহমদ)। ফরয ইবাদত পালনে আমাদের যথেষ্ট ত্রুটি হয়ে যায় বিধায় এরূপ ইবাদত দ্বারা আমরা পরকালে পুরা ফরজের ছোওয়াবের ভাগী হতে পারি। অথবা বেশী বেশী ছোয়াব লাভ করতে পারি।

এই উদ্দেশ্যেই রামাযানের পর প্রকাশিত স্মরণিকায় বিষয়টি সংযোজিত হ'ল। প্রচার ব্যতীত আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। আমীন!!

শিরক পাঁচ প্রকার
১। উপাসনাগত শিরক ২। জ্ঞানগত শিরক
৩। ব্যবহারগত শিরক ৪। অভ্যাসগত শিরক
৫। ভালবাসায় শিরক।

الشرك خمسة انواع
١- الشرك في العبادة ٢- الشرك في العلم
٣- الشرك في معاملات ٤- الشرك في العادة
٥- الشرك في المحبة

www.ahlehadeethbd.org

তাক্ওয়ার গুরুত্ব

মোঃ মহিদুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সৃষ্টিগত ভাবেই পশুত্ব (Id) এবং দেবত্ব (Super ego) এই দু'টি পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ মানব স্বভাবে। তাই স্বভাবগত ভাবেই মানুষ যখন কোন ভাল কাজ সম্পাদন করতে চায় তখন তার পশুত্ব গুণ তাতে বাধার সৃষ্টি করে। আবার যখন কোন খারাপ কাজ করতে চায় তখন তার ভাল গুণটি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানব মনে এ দু'এর যুদ্ধে যখন পশুত্ব গুণটি প্রবল হয় তখন তার সুকুমারবৃত্তি গুলি আর বিকশিত হতে পারে না। ফলে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসন হতে নিম্নস্তরে নেমে যায়। পরিণত হয় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে। পক্ষান্তরে দেবত্বের স্বভাবকে যে বিজয়ী রাখতে সক্ষম হয় তার সব কাজই অনায়াসে স্রষ্টার বিধিমত সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহর নিকট তার সুউচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং পশুত্ব স্বভাবকে পদদলিত করে দেবত্বের চরমোৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হওয়া মানব জীবনের প্রকৃত দায়িত্ব। একমাত্র তাক্ওয়া ব্যতীত দুনিয়ার মানবীয় কোন বিধিবিধান এ দায়িত্ব পালনে মানুষকে বাধ্য করতে পারে না। আর যার নিকট যে পরিমাণ তাক্ওয়া (আল্লাহভীতি) বিদ্যমান আছে আল্লহর নিকট তিনি সে পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী। যেমন পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যদার মাপকাঠি হ'ল তাক্ওয়া। (হুজরাত-১৩)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিল রাখে। (তিরমিযী)

তাক্ওয়া শব্দের অর্থ ভয় করা, পরহেয করে চলা, সতর্কতা, সাবধানতা অবলম্বন করা। নিরাপত্তা বা নিরাপদ হয়ে থাকার জন্য চেষ্টা পাওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় আল্লাহর ভয়ে প্রত্যেক অন্যায় অনিষ্টকর ও জঘন্য কাজ, কথা, ভাব, চিন্তা, অবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস হ'তে বিরত থেকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাকেই বলা হয় তাক্ওয়া। হাদীছের পরিভাষায় আরো পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, যুদ্ধের ময়দানে কাটা বিছানো বিপদ সংকুল গিরিপথে পদব্রজে সম্মুখ পানে চলতে গেলে প্রতি মুহূর্তে যেরূপ কঠিন সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, সেটাই হ'ল তাক্ওয়া। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় সামান্য অসাবধানতার কারণে যে কোন মুহূর্তে পদতলে ভয়ঙ্কর কাটা বিদ্ধ হ'তে পারে। তাতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাবে না। এমনকি নিরাপদ অবস্থানে পৌছানোর পূর্বেই শত্রুর শিকারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। অনুরূপ পঙ্কিলময় এই নশ্বর পৃথিবীই যেহেতু আমাদের পরকালের শস্যক্ষেত্র। তাই এখানকার অসংখ্য জঘন্য কর্মকাণ্ডের মরণ থাবা থেকে প্রত্যেক মানুষকে থাকতে হবে সদা জাগ্রত, সতর্ক প্রহরীর ন্যায়। অসতর্ক হলেই পাপ পঙ্কিলতার এই প্রবল জোয়ার আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে। এই ভয়াবহ নরকাগ্নী হতে আত্মরক্ষার যে প্রচেষ্টা সেটাই হ'ল তাক্ওয়া। এই মহৎ গুণে বিভূষিত ব্যক্তিগণ মুত্তাকীন নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে এদের সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ গুণ অর্জন ব্যতীত কোন মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ আশা করা অসম্ভব। এটিই আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়। যেমন কুরবানী সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন-

www.ahlehadeethbd.org

'ওগুলির গোশ্‌ত এবং রক্ত কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না, বরং পৌঁছায় তোমাদের অন্তরের তাক্‌ওয়া।' (হজ্ব-৩৭)

ছিয়াম সংক্রান্ত আয়াতে অনুরূপই লক্ষ্য করা যায়- 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে– যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (বাকারা-১৮৩)

এ মহৎ গুণ অর্জন করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যাতে তাঁর নৈকট্য হাছিল করতে পারে, সেজন্য অনেক স্থানে তিনি এর জোর তাকিদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থ ভয় করো এবং মুসলিম বা পুরাপুরি আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থাতেই মরো না।" আলে ইমরান।

- তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করতে থাক।
- আল্লাহকে ভয় করো, অন্তরে যা আছে সে বিষয় আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (মায়েদা-৭)
- "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো ও তাঁর পথে সংগ্রাম করো। যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।" (মায়েদা-৩৫)
- তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (তওবা ১১৯)

এতদ্ব্যতীত পবিত্র কুরআনের আরো বহু আয়াতে আল্লাহ পাক তাক্‌ওয়া বা আল্লাহর ভীতি অর্জনের কথা বলেছেন। কেননা যার মধ্যে এই গুণ বিদ্যমান থাকে তার প্রত্যেকটা কাজ অনায়াসে আল্লাহর বিধিমত সম্পন্ন হয়। হযরত নো'মান ইবনে বিশর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন- তোমাদের শরীরের মধ্যে ছোট্ট একটা গোশ্‌তের টুকরা আছে, ওটা যদি খারাপ হয়ে যায় তবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিপথে পরিচালিত হয়। আর ওটা যদি ভাল হয়ে যায় তবে শরীরের গোটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ভাল হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছামত পরিচালিত হয়। সাবধান! এ গোশ্‌তের টুকরাটি হ'ল কল্‌ব। (বুখারী ও মুসলিম) হযরত (ছাঃ) ছাহাবীদের বারবার এ বিষয়ে নছিহত করতেন।

হযরত ইবরাজ বিল ছারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন এক মর্মস্পর্শী নছিহত করলেন যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রু বর্ষণকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে গেল। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, হুজুর এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ, আমাদেরকে আরো কিছু উপদেশ দেন। তখন হুজুর (ছাঃ) বললেন- তোমাদেরকে আমি তাক্‌ওয়া বা আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাযা)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- কোন কাজের দ্বারা অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে? উত্তরে তিনি বললেন- তাক্‌ওয়া বা আল্লাহর ভয় এবং উত্তম স্বভাব (তিরমিযি)

এমনিভাবে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় ছাহাবীদেরকে তাক্‌ওয়ার উপদেশ দিতেন। বলা বাহুল্য-এই মহৎ গুণে গুণান্বিত হয়ে আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সংখ্যালঘু মুসলিম জাতি একদিন চরম বর্বরতার অন্ধকার হতে মুক্ত হয়ে শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অশান্ত পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়েছিল শান্তি ও কল্যাণের ফল্গুধারা। এক্ষুণে বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম জাতি শান্তির অন্বেষায় দিকবিদিক পাগল পরা হয়ে ঘুরে ফিরছে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ আজ কতই না নব নব উপায় উদ্ভাবন করছে। মানুষের কল্যাণের জণ্য মানুষ তৈরী করছে নতুন নতুন আইন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের জন্য স্রষ্টার বিধি-বিধান অচল সাব্যস্ত হচ্ছে। মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে যাবতীয় নগ্নতা ও বেহায়াপনা যেন মানব চরিত্রে উত্তম ভূষণ হিসেবে

www.ahlehadeethbd.org

বিবেচিত হচ্ছে। যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি স্বরূপ শান্তির পরিবর্তে মানব সমাজের সর্বস্তরে অশান্তি ও অকল্যণের আগুন জ্বলে উঠছে। অথচ তাক্ওয়া বা আল্লাহভীতি এমনই একটা শীর্ষস্থানীয় গুণ যা অর্জনকারীদের ইহজীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির সুনিশ্চিত গ্যারান্টি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। ঐ শুনুন আল্লাহর ঘোষণা "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য একটা পথ বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করেন রিযিক, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই।" (তালাক-১-২)

- "আল্লাহকে যে ভয় করবে আল্লাহ তার যাবতীয় সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" (তালাক-৩)
- "আল্লাহকে যে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।" (তালাক-৪)
- "নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুত্তাকীনদের ভালবাসেন।" (তওবা-৪)
- "এবং নিশ্চয়ই তিনি মুত্তাকীনদের বন্ধু।" (জাছিয়া-১৯)
- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুস্পষ্ট বলেন- দু'টি চক্ষুকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, একটি ঐ চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর একটি ঐ চক্ষু যা আল্লাহর পথে পাহারায় রত থেকে রাত্রি যাপন করে। (তিরমিযি)

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে মুত্তাকীদের সুনিশ্চিত পুরস্কারের কথা ঘোষণা হয়েছে। যা হতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বান্দা তার রবকে ভয় করলে তথা তার আদেশ নিষেধ মেনে চললে জীবনের সার্বিক বিজয়ের জিম্মাদার হয়ে যান স্বয়ং তিনিই। অবশ্য তার আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা না করে অথবা তার বিধিবিধানের রদবদল করে যদি আল্লাহ ভীতির দাবী করা হয় তবে তা যে নিতান্তই ভ্রান্ত ও বোকামির পরিচায়ক তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ বলেন-

"পুণ্য এটা নয় যে, তুমি পূর্ব এবং পশ্চিমে মুখ ফিরাও। বরং পুণ্যবান সেই যে বিশ্বাস করে আল্লাহ পাকে, শেষ দিনে, ফিরিশতায়, কিতাবে এবং পয়গম্বরগণে, অর্থ ব্যয় করে উহা প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও-আত্মীয়, দরিদ্র, পথিক ও ভিখারীদের সাহায্যে এবং কৃতদাসের মুক্তিদানে এবং নামাজ কায়েম করে যাকাত প্রদান করে এবং যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন উহা পূর্ণ করে। দুঃখে-কষ্টে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য অবলম্বন করে। এরাই সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।" (বাকারা)

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত মুত্তাকীর গুণ ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী যারা তাদের সার্বিক জীবন পরিচালনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাদের জন্য মহান আল্লাহর গ্যারান্টি সত্যই। আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয় যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর এর উপরই দৃঢ়পদ থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। (হামীম-আস-সাজদা-৩৫)

উল্লেখ্য বদর, উহুদ, খন্দক থেকে শুরু করে কালের ইতিহাসে এই সত্যের বহু উজ্জ্বল নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে যার বর্ণনা তুলে ধরা সম্ভব নয়।

ফলকথা তাক্ওয়ার অভাবেই আজকের অশান্ত বিশ্বে মুসলিম সমাজ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। তাই এক্ষুণে এটাকেই যদি আমরা আমাদের চরিত্রের উত্তম ভূষণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি তবে শতধা বিভক্ত নিপীড়িত মুসলিম জাতি আবারও ফিরে পেতে পারে তাদের অতীত ঐতিহ্য, পরিণত হতে পারে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জাতিতে।

www.ahlehadeethbd.org

তরুণের অভিযান

মোঃ নূরুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, হাড়াভাঙ্গা সিঃ মাদ্‌রাসা

আজকের সমাজ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবমান। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোথাও সুনীতি নেই। যার কারণে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম অত্যাচার প্রভৃতি পাপাচার বিশৃংখলায় দেশ আজ অবক্ষয়ের সীমানায়।

জাতির ভাগ্যাকাশে এখন দুর্যোগের ঘনঘটা। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অবক্ষয় ও সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্বের অভিশাপে জাতীয় জীবন সংকটাপন্ন। সামাজিক জীবনে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি জাহিলিয়াতের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বেকারত্বের অভিশাপে দেশে হতাশা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে। বিকৃতি রুচির ছায়াছবি, রেডিও-টেলিভিশনের অশালীন অনুষ্ঠান, অশ্লীল চিত্র জাতীয় যুব চরিত্রে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। নারী প্রগতির নামে নানাবিধ ব্যাধির উৎস খুলে দেওয়া হয়েছে।

দেশের এ যুগ সন্ধিক্ষণের ঘোর অমানিশায় আজকের সমাজ তাকিয়ে আছে এমন একদল যুব সমাজের প্রতি, যারা আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে মানবতার মুক্তিদাতা, শান্তি পথের দিশারী, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন একজন মহামানবের পদাংকানুসারী এবং নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না।

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তন্মধ্যে ইসলাম হচ্ছে প্রাচীনতম ও অন্যতম। হাযার হাযার বছর পূর্বে হযরত আদম (আঃ) এর যুগেই আবির্ভাব হয়েছে ইসলামের। তিনি এ ধর্মের প্রথম পয়গাম্বর, বার্তাবাহক। তার পর যে সকল নবী ও রাসূল এসেছেন তাদের মাধ্যমে দ্বীন-ইসলামের উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিছু কিছু রদবদলও হয়েছে। অবশেষে খাতেমুন নাবীঈন, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর মাধ্যমে দ্বীন-ইসলাম হয়েছে পূর্ণাঙ্গ।

ইসলাম একটি বিশ্ব জনীন জীবন দর্শন। জীবন প্রবাহের স্রোত ধারায় ইসলামের অনুশাসন মালা এক কালজয়ী আদর্শ। অভ্যুদয়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু মনীষী ও আল্লাহওয়ালা ইসলামের প্রচারে ও সংরক্ষণে দিয়েছেন সীমাহীন কুরবানী।

হে সূর্য সেনা তরুণেরা! আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান "ইসলাম" প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে যুব সমাজের ত্যাগ ও রক্ত কুরবানীর মাধ্যমেই। মদীনায় ইসলাম প্রচারে যুবকদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। এ যুবকরাই আকাবা নামক পাহাড়ের গুহায় রাসূলের (ছাঃ) হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন- ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে। দ্বিতীয় বছর একই পাহাড়ে ৭০ সদস্যের একটি দল রাসূলের (ছাঃ) হাতে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, 'আমরা আপনার এবং ইসলামের হিফাজতের জন্য এভাবে জীবন উৎসর্গ করব, যেভাবে নিজের পরিবার পরিজন ও ইজ্জতের জন্য করে থাকি।'

এ যুবকরাই বদর, ওহুদ, খন্দক ও তাবুকের যুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামের শত্রুদের নিধন করে ইসলামকে রক্ষা করেছে।

হে তরুণ ভাইয়েরা! ইসলামের বড় শত্রু আবু জেহেলকে হত্যা করেছিল ছোট্ট দু'টি বালক মুয়াজ ও মুয়াব্বেজ। আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন, "বদরের যুদ্ধে সৈনিকদের বুহ্যে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলাম না। এ সময় তাদের একজন আমাকে গোপনে বলল, "চাচাগো" আমাকে দেখিয়ে দিন তো "আবু

www.ahlehadeethbd.org

জেহেল কে? আমি বললাম তাকে দিয়ে কি করবে? তারা বলল "আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, দেখা মাত্র তাকে হত্যা করব। আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেন, "আমি ইশারায় আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিতেই তারা দু'জন বাঘের মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল।" তারা দু'জনই আকরাম পুত্র ছিল।

তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী যুবক ভাইয়েরা! আমরা ওসামা বিন যায়েদের কথা তো ভুলে যাইনি। উহুদ যুদ্ধের জন্য ওসামা তার সম-সাময়িক কতিপয় যুবক, কিশোরের সাথে রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) সামনে উপস্থিত হলেন যুদ্ধে অংশ নিবার জন্য। নবী করীম (ছাঃ) তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করলেন আর ওসামাকে অপ্রাপ্ত বলে ফিরিয়ে দিলেন। যুদ্ধে যেতে না পেরে ওসামা বুকে ব্যথা, অন্তরে ক্ষোভ নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে বাড়ী ফিরলেন। পরের বছর খন্দকের যুদ্ধের সৈন্য বাছাই পর্বে ওসামা পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর করে উচ্চ হয়ে দাঁড়ালেন বাদ পড়ার ভয়ে। তার আগ্রহ দেখে নবী করীম (ছাঃ) তাকে নির্বাচন করলেন।

এ চৌদ্দ বছরের কিশোর তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন।

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ওসামা বিন যাযেদকে সেনাপতি করে পাঠান। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে রোমানদের গর্ব চিরতরে নস্যাৎ করে দেন।

প্রিয় সংগ্রামী যুবক ভাইয়েরা! ২০ বছরের যুবক ওসামা যদি গোটা রোম সাম্রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে পারেন, তাহলে বাংলার আহলেহাদীছ যুবসংঘ কি পারবে না গোটা বিশ্বে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করতে? তারা কি পারবে না খাব্বারের মত, খাল্লাদের মত, সাদ সেলামী, যুলবাজাদাইনের মত আল্লাহর কাছে জীবনকে বাজী রাখতে? ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ط

কেননা আল্লাহ তো মু'মিনের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।

সাদ সেলামী একজন কুৎসিৎ যুবক। প্রাপ্ত বয়স হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ বর্ণের কারণে তাকে কোন রমণী গ্রহণ করলো না। অবশেষে রাসূলে কারীমের (ছাঃ) কাছে আবেদন করলে তিনি এক ধনী লোকের কন্যার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিবাহের পুরা প্রস্তুতি। এমন সময় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠলে সাদ সেলামী ওলিমার টাকা দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কিনে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে নিজের তাজা রক্তের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করে নিলেন।

যুলবাজাদাইন ছিলেন পিতৃহীন ইয়াতিম বালক। চাচার ঘরে মানুষ। ইসলাম প্রচারের প্রবল স্রোত যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন তিনি চাচার কাছে আবেদন করলেন "চাচাগো! আপনি হয় ইসলাম গ্রহণ করেন, না হয় আমাকে অনুমতি দিন। ইহা শ্রবণ মাত্র চাচা অগ্নীশর্মা হয়ে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, আসবাবপত্র, এমনকি শরীরের বসন পর্যন্ত খুলে নিল। যুলবাজাদাইন কোন মতে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাসূলুল্লাহর (ছাঃ) কাছে এসে ইসলামের অমীয়বাণী গ্রহণ করলেন। নবম হিজরীতে রোমান সম্রাট কাইছারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রাসূল (ছাঃ) সাহায্য চাইলে হযরত ওসমান (রাঃ) দিলেন ২৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া। হযরত ওমর (রাঃ) দিলেন অর্ধেক সম্পত্তি ও হযরত আবু বকর (রাঃ) দিলেন সমস্ত সম্পত্তি। কিন্তু যুলবাজাদাইন নগ্ন শরীরে নিজেকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) এর হাতে সম্পন্ন করলেন।

আহলেহাদীছ যুবক ভাইয়েরা! ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। অতীত ইতিহাসের রক্তাক্ত পথ বেয়েই তো তাওহীদের পথের কাটা দূর করতে হবে। যুবকদের জাগতে হবে হযরত ওমর (রাঃ) এর মত বীরত্ব নিয়ে, হযরত আমীর হামজার মত হিম্মত নিয়ে, ইমাম হোসেনের মত শৌর্যবীর্য নিয়ে।

হে যুব সমাজ! চতুর্দিকে শত্রু। তলোয়ারের দ্বারা গোলাগুলির দ্বারা লেখনির দ্বারা আহলেহাদীছদের জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল প্রদীপকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য আজ ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সুতরাং আমাদের অলস হয়ে, বেহুস হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

আমরা তো অচিরেই আমাদের যৌবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হব, সুতরাং-

হে যুবক! তোমার প্রতি ফোটা রক্ত আল্লাহর আমানত। এসো তা ব্যয় করি আল্লাহর পথে।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম শক্তির অধঃপতনঃ কিছু প্রাসংগিক আলোচনা

আবদুল ওয়াকীল

এ নিবন্ধটিতে আমরা মহানবী (ছাঃ) এর যুগ হতেই কিছুটা আলোচনা করার আশা রাখি। আমরা জ্ঞাত যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। যাঁর মাধ্যমেই দ্বীনের পূর্ণতা এসেছিল। কিন্তু মহানবী (ছাঃ) এর আবির্ভাব পূর্ব সময়টি ছিল অত্যন্ত জঘন্য। যা ইতিহাসে একটি অতীব নিন্দিত সময়। মূলতঃ সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী পর এ ধরণীতে আবারো নবীর আবির্ভাব হ'ল। আল্লাহ প্রদত্ত রহমতের বারিধারা দ্বারা সমাজকে সিক্ত করতে তিনিই হলেন সর্বশেষ এবং বিশ্বনবী।

একটি সার্বিক প্রতিকূল এবং প্রতিবন্ধক সমাজে মহানবীর আগমন ঘটল। তিনটি মহাদেশের মোহনা বললে হয়তঃ ভুল হবে না। সেই মধ্যপ্রাচ্যের আরব ধামে। বিশ্বনবী আরবে কেন? এটিও একটি আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সেদিকে যাওয়াটি এখন হবে অপ্রাসংগিক। সার কথা হ'ল, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সার্বিক প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতার ক্ববর রচনা করে অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণু নীতি ও অসাধারণ সাধনা দ্বারা আইয়ামে জাহিলিয়ার সমাধি প্রদান করে আইয়ামে নূরের শুভ সূচনা করলেন। ঘোর অমানিশা বিদূরিত করে ছুব্হে কাযিবের দ্বার অতিক্রান্ত করার মাধ্যমে ছুব্হে ছাদিকের শুভ্রতা আনয়ন করলেন। সামগ্রীক কুহেলিকাকে নস্যাৎ করে প্রভাত অরুণের সোনালী আভার ঝিলমিল কিরণের দ্বারা আলোকিত করলেন সমাজ ও জাতি। আদর্শের হিমাদ্রী শৃঙ্গে আরোহণ করালেন এককালের বর্বর জঘন্য এবং নীতিহীন মানুষগুলোকে। মিথ্যার ক্ববর রচনা হয়ে সত্যের উন্মেষ সাধিত হ'ল। মহানবীর বাহিনীই একদিন তদানীন্তনকালের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলোর ভিত কাঁপিয়ে দিল। শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞান, গরীমায় এবং আদর্শ ও নীতিতে তথা সার্বিক দিক দিয়ে তারা ছিল সুসভ্য জাতি। যা আজও সৃষ্টি হয়নি। বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারে যারা জ্ঞাত তারাই জানেন যে, মহানবী (ছাঃ) কি চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বর্ণযুগ আজ যেন একটি রূপকথার কাহিনীর ন্যায় দাঁড়িয়েছে।

এবার আমরা প্রাসংগিক আলোচনায় আসতে চাই। আমরা দেখবো মহানবীর তিরোধানের পর একটি সংকট দেখা দিল যে, এখন মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিণতি কি হবে। কিন্তু সে সংকট দূরীভূত হলেও আবির্ভূত হ'ল ভণ্ড নবী এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের। কিন্তু প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর দূরদর্শিতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে। মূলতঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর স্বল্প পরিসরের খিলাফতে খিলাফতকে স্থিতিশীলই করলেন না বরং ভাবীকালের শাসকের জন্য একটি সুন্দর পথও আবারিত করলেন।

আর এ ভিত্তিকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় খলিফা ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামকে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে দিলেন। তদানীন্তন কালের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তি রোমান ও পারস্যসহ বহু সাম্রাজ্য দখল করলেন। মূলতঃ তিনি যথারীতি খিলাফতের শ্রী বৃদ্ধি করলেন। সামগ্রীকভাবেই তাঁর খিলাফত ছিল সুন্দরতম। কিন্তু অধঃপতনের প্রক্রিয়া শুরু হ'ল। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। তাঁর একটি দশকের সুন্দর, সাবলীল শাসনের পরিসমাপ্তি হ'ল। তৃতীয় খলিফা হিসাবে আবির্ভূত হলেন ওছমান যুননূরাঈন (রাঃ), তাঁর শাসনামল প্রাথমিক অবস্থায় এবং পরবর্তীতেও সুন্দর ও সাবলীল থাকলেও এবং প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক নীতি থাকলেও এক যুগ শাসনামলের শেষ পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অবান্তর এবং অবাস্তব ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করা হ'ল। তাছাড়াও আবদুল্লাহ বিন সাবাসহ বিভিন্ন মুনাফিকদের

www.ahlehadeethbd.org

অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং হাশেমী ও উমাইয়াদের মারাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আর সেই সাথে তাঁর চাচাত ভাই এবং জামাতা ও উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতাশীল মারওয়ানের বিবিধ অন্যায় ও গর্হিত কার্যকলাপ খিলাফতকে অনিশ্চয়তার পথে চরমভাবে ধাবিত করে, যা শেষ পর্যন্ত খলিফার মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। মূলতঃ মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতিই খলিফার মৃত্যুর জন্য দায়ী। যা কিনা শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতেই সহজ সরল খলিফার মৃত্যুর মূখ্যতম কারণে পরিণত হয়। আল্লাহর নবীর সময় মুনাফিক যথারীতি থাকলেও তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ মারফত নিরাপদ হতেন। যাক সে প্রসংগ, এভাবেই কালো মেঘের জমাট ছায়া মুসলমানদের অবস্থানে অবরোধ করল। অত্যন্ত নির্মমভাবে ও নির্দয়তার সাথে খলিফার ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। যা মুসলিম শক্তির অধঃপতনের মারাত্মক প্রক্রিয়ার সূচনা করল। এর পরে শুরু হ'ল গৃহযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক লীলা। এক প্রতিকুল সময়ে চতুর্থ খলিফা হিসাবে আগমন করলেন হযরত আলী (রাঃ) এখানে উল্লেখ্য হযরত আলী ছিলেন নবীজীর চাচাত ভাই তথা বংশীয় লোক। একশ্রেণীর মানুষ মহানবীর তিরোধানের পর আলীকেই খিলাফতের হক্বদার বলেছিল যদিও তা ভিত্তিহীন। তবুও এবিষয়টিকে কেন্দ্র করেই শী'আ মতবাদের সূত্রপাত-যাক সে কথা মূলতঃ মারাত্মক প্রতিকূল পরিবেশে হযরত আলীকে আসিতে হ'ল। এখানে একটি উদ্বৃতি না দিয়ে পারলাম না তা হ'ল কদণ বলরঢণর মত্,বটভ ষট্র ট্,ধথভটফ তমর ডধশধফ ষটর' অর্থাৎ এ উক্তি ছিল যথার্থ।

হযরত আলীকে প্রথমেই হযরত ওছমান হত্যাকারীদের নিয়ে সংকটে পড়তে হ'ল। কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী হযরত ওছমান (রাঃ) এর নিহতকারীদের বিচার করার জন্য সময়টি ছিল প্রতিকূল। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ বড় বড় ছাহাবীদের অব্যাহত দাবী এবং হযরত মু'য়াবিয়া হযরত ওছমানের রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রীর কর্তিত অংগুলি জনগণের নিকট প্রদর্শিত করে ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত করলেন। আর হযরত আলীর এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক অপারগতার জন্য অনেকেই বুঝালেন যে আলীও এ হত্যাকান্ডে জড়িত। অবশেষে যুদ্ধ অনিবার্য হ'ল, এবার ময়দানে মুসলমানদের মধ্যে লড়াই। ৬৫৬ তে জংগে জামালের সূচনা হ'ল। হযরত আয়েশা এ দলের নেত্রী। আরেক দিকে খলিফা স্বয়ং, যুদ্ধ হ'ল। হতাহত নিহতও হলেন পর্যাপ্ত। অবশেষে যুদ্ধ থামলেও শহীদ হয়েছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার দুইজন প্রখ্যাত ছাহাবী তালহা ও যুবাইর।

অতঃপর আমরা দেখবো-হযরত আলী (রাঃ) প্রশাসনের সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন। আর এ জন্য তিনি প্রধানতঃ সকল প্রদেশের শাসনকর্তাদের অব্যাহতি দান করলেন। সবাই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও সিরিয়ার গভর্ণর হযরত মু'য়াবিয়া এ সিদ্ধান্ত মানাতো দূরের কথা তিনি হযরত আলীর বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়োজিত করলেন এবং ক্ষমতার মোহে তিনি তাঁর কুটনৈতিক চালে মুসলিম উম্মাহকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। যার সর্বশেষ পরিণতি "সিফ্ফিনের যুদ্ধ। হযরত মু'য়াবিয়াই উপযাযক হয়ে এ যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করলেন। অবশেষে যুদ্ধও বাধলো যথারীতি। কিন্তু যখন যুদ্ধ মুয়াবিয়া (রাঃ) এর প্রতিকূলে চলে গেল তখন সে এবং আমর ইবনুল আস কুটনৈতিক চালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে বর্শাগ্রে কুরআন স্থাপন করলেন। হযরত আলী (রাঃ) এদের দূরভিসন্ধি নীতি বুঝেননি বরং তিনি তাঁর সহজ সরল মন নিয়ে মুসলমানদের মাঝে হানাহানি বন্ধ করার সুমহান উদ্দেশ্যেই সন্ধি প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু এ শান্তি প্রস্তাবের বিরোধীতা করে হযরত আলীর দল হতে একটি বিরাট অংশ বের হয়ে গেল অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়। পরবর্তীতে এদের বিদ্রোহ দমন করার জন্যই তাঁকে বহু সময় নষ্ট করতে হয় এবং এর শেষ পরিণতি এ বাহিনীর হাতেই তিনি নির্মম ভাবে শাহাদত বরণ করেন।

কিন্তু সিফ্ফিনের যুদ্ধের পর হযরত আলী এবং হযরত মু'য়াবিয়ার বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে সালিশী কমিটি গঠিত হ'ল। এতে হযরত আলীর পক্ষের প্রধানতম সহজ সরল বয়োবৃদ্ধ আবু মুসা আশয়ারী এবং হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষে কুটনীতিবিদ আমর ইবনুল আস। আমরা লক্ষ্য করবো যে, এই সালিশীটি ছিল নিছক ধোকা দেবার জন্য। যা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে। আবু মুসা

www.ahlehadeethbd.org

আশয়ারী প্রস্তাব করলেন যে, আমি খিলাফতের দায়িত্ব হতে আলীকে অব্যাহতি দানের কথা ঘোষণা করছি। কিন্তু দুরন্দাজ আমর মুয়াবিয়ার ব্যাপারে এরূপ কথা না বলে বললেন, আপনারা শুনলেন খিলাফতের দায়িত্ব হতে আলীর অব্যাহতির কথা বলা হয়েছে। অতএব, আমি তদস্থলে মু'য়াবিয়াকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করলাম। অতএব, বুঝতেই পারছেন সালিশী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। পরবর্তীতে সাম্রাজ্য চরম বিশৃংখলায় চলে যায়। এদিকে হযরত মুয়াবিয়া মিসর দখল করলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হযরত আলী হযরত মু'য়াবিয়ার সাথে শান্তির প্রস্তাব করলে মু'য়াবিয়া (রাঃ) তাতে আগ্রহী হন। অতঃপর সন্ধি অনুযায়ী হযরত মু'য়াবিয়া সিরিয়া ও মিশরের কর্তৃত্ব পেলেন। অবশিষ্ট ইরাক, আরব উপদ্বীপসহ পারস্য ইত্যাদি হযরত আলীর সাম্রাজ্যভুক্ত হ'ল। কিন্তু হযরত আলীকে পরবর্তীতে খারেজী বিদ্রোহে মনোনিবেশ করতে হয় বিধায় তাঁর খিলাফত ছিল গৃহযুদ্ধে পূর্ণ আর তাছাড়া তিনি প্রখর জ্ঞান ও মেধা রাখলেও রাজনৈতিক বিষয়ে সার্থক নন। তার প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ ছাহাবা বাধা দান করলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। এ সংস্কার বন্ধ রাখলে হয়তঃ পরিস্থিতি এরূপ নাও ঘটতে পারত। আর তাছাড়া হযরত মু'য়াবিয়ার অহেতুক বিদ্রোহ এবং মাত্রাতিরিক্ত মোহ খিলাফত ধ্বংসের প্রধান কারণ। যদি সিরিয়ার গভর্ণরের দায়িত্ব হতে অব্যাহতির পর তিনি নীরব থাকতেন তাহলে হয়ত খারেজী মতবাদও পৃথিবীতে আসত না। যাক সে প্রসংগ।

আল্লাহর নবীর ভাষ্য অনুযায়ী খিলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর। হযরত আলীর তিরোধানের পর হিজরী সন মোতাবেক কয়েকমাস অবশিষ্ট ছিল। আমরা জ্ঞাত যে, তাঁর পরে পুত্র হাসান খলিফা হন। তার দ্বারাতেই সে পাঁচ মাস অবশিষ্ট সময় পূর্ণহয়। বিধায় ইসলামের ইতিহাসে মূলতঃ পাঁচজন খলিফা। আর শেষ খলিফা হাসান (রাঃ)। আমরা দেখবো যখন হাসানের খলিফা হবার সংবাদ হযরত মু'য়াবিয়া জ্ঞাত হলেন তখন তিনি নিজেকে সমগ্র জাহানের খলিফা ঘোষণা করে ইরাক আক্রমণ করলেন। অতঃপর হাসান (রাঃ)ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর সেনা প্রধানের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদের গুজবে অবশেষে পরিস্থিতি হযরত হাসানের প্রতিকূলে চলে গেলে শান্তি প্রিয় খলিফা রক্ত, হানাহানি তথা গৃহযুদ্ধ যাতে না হয় তজ্জন্যে তিনি মু'য়াবিয়া (রাঃ) এর কাছে পদত্যাগ করেন। সন্ধিপত্রে উল্লেখ ছিল যে, হযরত মুয়াবিয়ার পরে হযরত হুসাঈন খলিফা হবেন। আর এরই মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটলো ত্রিশ বছরের খিলাফত।

মূলতঃ খিলাফতই ছিল ন্যায়সংগত শাসন ব্যবস্থা। সকল খলিফাই ছিলেন অনাড়ম্বর, চরম তাক্ওয়া সম্পন্ন নীতির হিমাদ্রীতে সমাসীন। সেকালের শ্রেষ্ঠতম দুই শক্তিকে তারা অংগরাজ্যে পরিণত করার পাশাপাশি অনেক রাজ্যও জয় করেন। সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে সিক্ত করেন সমগ্র মুসলিম জাহান, কিন্তু তৃতীয় খলিফার যুগ হতেই তার প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান এবং হযরত মুয়াবিয়া ও আসর ইরনুল আসসহ প্রমুখদের দূরভিসন্ধিমূলক নীতি আর সে সাথে হযরত ওছমান ও আলীর (রাঃ) অনেকখানি অদূরদর্শিতা খিলাফত ধ্বংসের জন্য অনেকটা দায়ী। কিন্তু পাঁচ খলিফা ও পরবর্তীতে উমাইয়া শাসনামলের ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের ন্যায় নীতিবান, সহজ সরল শাসক এবং ভোগ বিলাসহীন শাসক পৃথিবীতে কেউ ছিলনা আর হয়ওনি।

৬৬১ খ্রষ্টাব্দে খিলাফতের অবসানের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে শুরু হলো ভোগ ও বিলাসিতার চরম প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা লাভের তীব্রতর প্রতিযোগীতা, আপোষে দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং সংঘর্ষ ও সেই সাথে নিজের আমিত্ব আর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক হীনতম প্রচেষ্টা। যা এখনও বিদ্যমান।

উমাইয়া শাসনামলটি ছিল ৬৬১ খৃঃ হতে ৭৫০ খৃঃ পর্যন্ত। যদিও খিলাফতের উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত হুসাঈন (রাঃ) কিন্তু নীতির গলায় ছুরি চালিয়ে হযরত মু'য়াবিয়া হুসাঈন অপেক্ষা বহুতর নীচ তদীয় পুত্র ইয়াজীদকে খলিফা মনোনীত করে রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করলেন। আর এ রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল বহুদিন। যা এখনও অনেক মুসলিম দেশে অবস্থিত। তবে যাক সে কথা। এ রাজতন্ত্রের পথ ধরে উমাইয়া,

www.ahlehadeethbd.org

আব্বাসীয়, মামলুক এবং অটোমান ভারতের সুলতানিয়াত যুগ ও মোগলসহ অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্যেও সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন এবং নিপীড়ন ও সেই সাথে গর্হিত ও কদর্য কর্ম সম্পাদিত হয়। যাক সে প্রসংগ।

হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলে একটি অতীব নিন্দিত ঘটনা হ'ল হযরত হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা। তবে এতে তার হাত ছিলনা। কিন্তু কারো মতে বা বিশেষতঃ গল্প কাহিনীতে বল্য হয় তার পুত্র ইয়াযীদের এতে হাত ছিল তবে এ উক্তির ইতিহাসে আশানুরূপ সমর্থন পাওয়া যায় না। হযরত মু'য়াবিয়া রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকে হযরত ওছমান এবং হযরত আলী ও হাসানের চাইতে নিঃসন্দেহে যোগ্য ছিলেন। তাঁর উনিশ বছরের শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য আরো প্রসারিত হয়। বিশেষতঃ উত্তর আফ্রিকায় তাঁর বিশাল বিজয়। সে সাথে পূর্বাঞ্চলেও সাম্রাজ্যকে অধিক বিস্তৃত করেন। তাছাড়াও প্রশাসণিক এবং সামরিক জ্ঞানও তাঁর ছিল অসাধারণ। নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। সাফল্য থাকলেও তাঁর উত্তরাধিকার নীতি মুসলিম জাহানের জন্য চরম কলংকজনক।

তাঁর পরে ৬৮০ থেকে ৮৩ খৃঃ পর্যন্ত ইয়াযীদ শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ইয়াযীদের শাসনকাল উমাইয়াতে তিনটি কারণে উল্লেখ্য। প্রথমতঃ তার দ্বারাতেই হযরত মু'য়াবিয়া রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ কারবালা। তৃতীয়তঃ আবদুল্লাহ বিন যুবাইবের বিরুদ্ধে অভিযানকালে মক্কা মদীনার পবিত্রতা নষ্ট মূলতঃ ইয়াযীদ খলিফা হলেও হযরত হুসাঈন এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর তাকে মোটেও স্বীকৃতি দেয়নি। এখানে আমরা এতটুকু বলতে চাই যে, মক্কা মদীনাবাসীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কুফাবাসীদের ডাকে সেখানে বরয়ানা হন তবে তাঁর গমনের পূর্বে চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকীলকে সেখানে প্রেরণ করেন। মুসলিম পত্র মারফত জানালো যে, তারা সত্যই তাকে সমর্থন করে এবং চায়। এখানে একটি দিক উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে- আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর হুসাঈনের অবর্তমানে নিজেকে খলিফার যোগ্য মনে করত। আর সেই বিশেষতঃ কুফায় থাকার জন্য হযরত হুসাঈনকে আগ্রহান্বিত করে। যাতে তার পথ কন্টকমুক্ত হয়। তবে এ কথা কতটুকু যথার্থ তা বলা মুশকিল। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থে একথা সাক্ষ্য দেয়। আর একথাও স্বীকার্য তা একেবারে হয়তঃ ভিত্তিহীনও নয়। যাক সেদিক।

মূলতঃ হয়রত হুসাঈন স্ত্রী-সন্তানসহ ২০০ অনুচর নিয়ে যাত্রা কররেন। পথিমধ্যেই মুসলিমের হত্যার কথা শুনে চরম দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। তবুও তিনি যাত্রা করলেন। কিন্তু মাঝপথে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রেরিত ৪০০০ বাহিনী কারবালায় তাঁর গতি রুদ্ধ করে ফেলল। অতঃপর আমাদের জানা কথা ওবায়দুল্লাহ তাঁর কোন প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। যুদ্ধ অনিবার্য হ'ল। মুসলমানদের হাতেই خير القرون قرني সে যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান হুসাঈন (রাঃ) সহ তাঁর আত্মীয়-স্বজন অনেক অনুচর শাহাদত বরণ করেন। মূলতঃ কারবালার ঘটনা মুসলমানদের সাথে আরেকটি দল সৃষ্টি করতে সহায়তা করল। যারা শী'আ নামে পরিচিত। এ ব্যাপারে প্রফেসর হিট্টীর মত-

"হুসাঈনের রক্ত তাঁর পিতার রক্ত অপেক্ষাও বেশী করে শী'আ মতবাদ গঠনের কার্যকরী বীজ বলে প্রমাণিত হ'ল। ১০ই মোহররম শী'আ মতবাদের জন্ম ঘটে।"

বস্তুতঃ এভাবেই কারবালার ঘটনা শী'আ মতবাদকে পরিপক্ক করে। আর তাদের কতিপয় উদ্ভট ও ভ্রান্ত আচরণ আজ সুন্নীদের মাঝেও যথারীতি কাজ করছে। ইতিহাস এ কথার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ যে, ইয়াযীদ হুসাঈন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ছিল। অথচ আমরা ইয়াযীদকেই খুনী সাব্যস্ত করছি। যাক যে প্রসংগ, তবে কারবালার ঘটনা মুসলমানদের জন্য এক চরম দুর্ভাগ্যজনক ও অনভিপ্রেত ঘটনা।

আমরা দেখবো কারবালাতে হযরত হুসাঈনের শহীদ হবার পর মক্কা এবং মদীনার ও কুফায় ইয়াযীদের কাছে এর যথার্থ বিচার প্রার্থনা করা হ'ল কিন্তু ইয়াযীদ তা উপেক্ষা করায় চরম বিদ্রোহ দেখা দেয়। অতঃপর এখানে উল্লেখ্য যে, মদীনাবাসী তার শাসককে মদীনা হতে বহিষ্কার করল। এর ফলে দেখা যাবে সে মুসলিম বিন উক্ববার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী মদীনায় প্রেরণ করে। হাররা নামক স্থানে

www.ahlehadeethbd.org

প্রচণ্ড যুদ্ধে মদীনাবাসী পরাজিত হয়। আর এ পরাজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং মারাত্মক। ইয়াযীদের কূলাদার বাহিনী বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা ধ্বংস করার পাশাপাশি মদীনাবাসীর উপর বর্বরোচিত নির্যাতন করল। বহু আনছার ও মুহাজির এ যুদ্ধে শহীদ হন। ৬৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্টে সংঘটিত এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য চরম লজ্জাকর এবং কলংকজনক।

অতঃপর এ বাহিনী মক্কায় স্বঘোষিত খলিফা আবদুল্লাহ বিন যুবাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করে। তারাও বায়তুল্লাহর পবিত্রতা চরমভাবে নষ্ট করে। চরম নির্যাতন এবং বর্বরোচিত আচরণ করে সেখানকার মানুষের প্রতি। তবে এর মধ্যে ইয়াযীদ মৃত্যুবরণ করলে তারা মক্কা অবরোধ ছেড়ে দামেস্কে যাত্রা করে। এ যাত্রায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রক্ষা পায়। কিন্তু শেষ অবধি আব্দুল্লাহ রক্ষা পায়নি। মারওয়ান তনয় খলিফা আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে এক বিশাল অভিযান প্রেরণ করেন। ৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত এ অভিযানে আবদুল্লাহ বিন যুবাইর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং অবশেষে তাঁর বাহিনী বিশাল শক্তিধর হাজ্জাজের সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয় ও পরিশেষে আব্দুল্লাহ শাহাদত বরণ করেন এবং লাশের সংগে হাজ্জাজ কি রূপ বর্বরোচিত আচরণ করে তা ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জ্ঞাত। বস্তুতঃ এভাবেই মুসলমানদের রক্তের গংগা প্রবাহিত করে উমাইয়া মুসলমানরা নিজেদের পাকাপোক্ত করে। শেষ রক্ষা তাদেরও হয়নি। ওমর বিন আব্দুল আযীযের পর হতেই তাদের পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও হিশাম (৭২৪-৭৪৩) পর্যন্ত শাসন করে। আব্বাসীয়দের ক্রম উত্থান হতে থাকে অবশেষে শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের ৭৪৪-৭৫০) মধ্য দিয়েই শেষ হয় উমাইয়া খিলাফত।

এদিকে আব্বাসীয়দের প্রতিষ্ঠা হয় হযরত আব্বাসের পুত্র আব্দুল্লাহা ইবনে আব্বাসের পৌত্র আবুল আব্বাস আস্‌সাফ্‌ফাহর (৭৫০-৭৫৪) দ্বারা। তিনি উমাইয়াদের প্রতি এতই রাগান্বিত ছিলেন যে, পাইকারীভাবে তাদের নিধনের ব্যবস্থা নেয় এবং ভ্রমবশতঃ হযরত মু'য়াবিয়া ও নীতিবোধের কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সমাধি ব্যতিরেকে সকল উমাইয়া শাসকদের ক্বর অপবিত্র করে। তাদের দেহ বা পরিশিষ্ট অংশ আগুণ দ্বারা পুড়িয়ে ভষ্মীভূত করে দেয়। এভাবেই আব্বাসীয়দের ভিত খাড়া হয় এবং স্বর্ণযুগ 'মুতাসিস বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২) পর্যন্ত চললেও আপোষে দ্বন্দ্ব এবং কলহ বিবাদ আরো বেশী বৃদ্ধি পায়। উমাইয়াদের আসলে মূলতঃ রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়েই মুসলমানদের আভ্যন্তরীণকলহ বিবাদ হয়েছে। অথচ এখানে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংগে চরমভাবে ধর্মীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়। অখণ্ড মুসলিম উম্মাহ বিবিধ দল ও উপদলে বিভক্ত হয়। আর এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষণে ছিল আব্বাসীয় শাসক গোষ্ঠী। তাছাড়া বুযুর্গানে দ্বীন তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠতম সন্তানদেরও এরা নির্যাতন করে অপরিসীম। অপরাধ- তাঁরা ছিলেন নীতিতে হিমাদ্রীর ন্যায় অটল। এ বিষয়ে চার মাযহাবের চার ইমাম প্রণিধানযোগ্য। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক খলিফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫) শাসনামলে চরম বর্বরোচিত নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয় বলা হয় যে, ইমাম আবু হানীফাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তাছাড়া ইমাম মালেকের উপর পশুত্বসূলভ আচরণ দ্বারা প্রচন্ড আঘাত করা হয়। তদ্ব্যাতীত ইমাম শাফেঈকেও দেশত্যাগ করতে হয় এবং অত্যাচারের গ্লানি সহ্য করতে হয়। ইমাম আহ্‌মদ বিন হাম্বল 'সুতাযিলাদের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করায় 'মুতাসিম বিল্লাহর চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বস্তুতঃ তাঁরা ধর্মকে চরমভাবে ধ্বংসও করে বটে। তাছাড়াও 'মু'তাযিলারা খলিফা মামুনের (৮১৩-৩৩) সময় হতে সুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। মূলতঃ মুসলমান হয়ে পড়ে শতধা বিচ্ছিন্ন।

ধর্মীয় দিক ব্যতীত আল-মানসুর, হারুন অর-রশীদও (৭৮৬-৮০৯) রাজনৈতিকভাবে বহু হীনমন্যতার পরিচয় দেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

আব্বাসীয় খিলাফতে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হলেও অন্যান্য দিক বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করে। আর মাযহাযী কোন্দলের সূত্র ধরেই ইলখানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস

www.ahlehadeethbd.org

খাঁর (১১৬২-১২২৭) পৌত্র হালকু খাঁ বাগদাদ অবরোধ করে। বহু গবেষণাগার শিক্ষালয়, মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও প্রাচীন নিদর্শনাবলী ধ্বংস করার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ইবনে খলদুনের মতে চল্লিশ দিনের অবরোধে বাগদাদের ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ১৬ লক্ষ মানুষ হত্যা করে। যা থেকে শেষ খলিফা আল-মুস্তাসীমও রক্ষা পায়নি। এভাবেই ১২৫০তে আব্বাসীয়দের পতন হয়। এবং ইলখানী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য পরে ইলখানীরা মুসলমান হলেও তারা শী'আ মতাবলম্বীই ছিল। আর ধর্মীয় মূল্যবোদেরও ছিল যথারীতি অভাব। এদিকে আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর উমাইয়া নিধনকালে উমাইয়া বংশের হিশামের পৌত্র আবদুর রহমান দেশ ত্যাগ করে স্পেনে পলায়ন করেন এখানে ৭৫৪ খৃঃ হতে ১১৯৪ খৃঃ পর্যন্ত মুসলমানরা দীর্ঘকাল শাসন করে। আর এটাই ইউরোপে মুসলমানদের প্রথম দেশ। মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানে এখানে যে অবদান রাখেন তা অপরিসীম। তারাই ইউরোপের রাহবার হয়। কিন্তু শেষে মুসলমানরাই নিজেদের মৃত্যুঘন্টা বাজায়। অবশেষে খৃষ্টানদের হাতে মুসলমানদের রক্তের প্লাবন বয়ে যায়। নিজেদের আদর্শ ও নীতি হতে ক্রমে বিমুখ হবার জন্যে খৃস্টানদের ক্রম উত্থান ঘটে। এক পর্যায়ে শেষ দূর্গ গ্রানাডাতেও তারা পরাজয় বরণ করে। মূলতঃ তারা আদর্শচ্যুত হবার জন্যই স্পেন হতে বিতাড়িত হয়। বিজাতীয় আগ্রাসনে নিপতিত হবার জন্যই এ পতন প্রধানতঃ দায়ী।

তাছাড়াও ইলখানী, মামলুক, আয়ূবী ও ফাতেমীর বংশধররা বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন করলেও ধর্ম সম্পর্কে তাদের আচরণ যথার্থ ছিলনা। ফাতেমীয়রা শী'আ মতাবলম্বী। মূলতঃ তদ্দের মাঝেও ভোগ, বিলাসিতা ও গৃহ যুদ্ধও ছিল যথারীতি। বস্তুতঃ ইসলামের জন্য তারা মোটেও আশানূরূপ করতে পারেনি। কিন্তু ওছমানীয় খিলাফত বা অটোমান সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম ইতিহাসের সবচাইতে বড় সাম্রাজ্য। ইউরোপ এবং আফ্রিকা ও এশিয়া জুড়ে ছিল তাদের শাসন। মূলতঃ ইসলাম সম্পর্কে এদের ধারণা কতটুকু যথার্থ ছিল তা অস্পষ্ট। এরা শুধু শক্তিই দেখিয়েছে বটে। অথচ মুসলিম জাহানের জন্য আশানূরূপ কিছু করতে পারেনি। অবশ্য ইউরোপে বিশেষতঃ মুসলিম প্রভাব পড়লেও আদর্শ তেমন ছিলনা। এদের মাঝে ভোগ, বিলাসিতা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ ছিল একের পর এক। এদিকে পূর্বাঞ্চলে ও তৈমুর লং (১৩৬৬-১৪০৫ খৃঃ) শক্তিশালী মূলতঃ অটোমান ও তৈমুর যদি একই কাতারে শামিল হতে পারত তবে বিশ্বের মানচিত্র মুসলমানরা পাল্টিয়ে দিতে পারত। কিন্তু অটোমানদের প্রথম বায়াজীদের সাথে ১৪০২-এ এঙ্গোলার সংঘাত আপোষেই চরম যুদ্ধের সূচনা করে। স্রেফ নিজেদের কর্তৃত্ব ও আমিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এ যুদ্ধ। তৈমূরের ইচ্ছা থাকলে হয়তঃ সে অটোমান সাম্রাজ্যকে তখনই ধ্বংস করতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি। তাছাড়া তৈমুরের পর তাগতাইরা পতনের মুখে দ্রুত যাত্রা করে। যাক সে প্রসংগ। তবে অটোমানরা পরবর্তীতে আরো শক্তিশালী হলেও নীতিহীনতা, অযোগ্য উত্তরাধিকারী তথা আদর্শচ্যুত হবার ফলে পতনের সূচনা হয়। প্রথম মহাসমরের মাধ্যমেই এ পতন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয় অটোমান সাম্রাজ্য বিপর্যয়ে যাবার বিষয়টি ছিল মুসলিম জাহানের জন্য এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলো জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষেপিয়ে তোলে, পরবর্তীতে প্রথম মহা সমরে জার্মান ও তুর্কীদের পতন হলে চুক্তি সাপেক্ষে আরবদের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেলেও বিজাতীয় আগ্রাসন মুসলিম জাহানকে আরো ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এটা অনেকে বুঝলো যে, অনারবী মুসলমান তুর্কীদের অধীনে আমরা থাকতে চাইলাম না বটে! তবে এখন ইউরোপের দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছি। আর সে আগ্রাসন ও কালো থাবা এখন আরো ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এভাবেই পতন হয় মুসলমানদের। তদ্ধ্যাতীতও বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধূনিকতার সবক গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশের নামধারী মুসলমানরা পাশ্চাত্যেরই মানস সন্তান বনে গিয়েছে।

এবার শেষ পর্যায়ে আমরা আমাদের উপমহাদেশের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতে চাই। আমরা জ্ঞাত যে, এখানে সালতানাত সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু বংশ শাসন করেছে। কিন্তু এতদঞ্চলে মুসলমানদের অভিযান ৭১২ তে সিন্ধু বিজয় তাছাড়া সুলতান মাহমুদ গজনী বহু অভিযান চালালেও এবং বিজয়ী হলেও

www.ahlehadeethbd.org

সাম্রাজ্য গড়েননি। মূলতঃ মুহাম্মাদ ঘূরীই প্রথম যে ১২০৬ খৃঃ এ কুতুবউদ্দীন আইবেকের মাধ্যমে স্থায়ী সাম্রাজ্যের সূচনা করে। সালতানাতের মেয়াদ ছিল ১৫-২৬ পর্যন্ত। আমরা এদের অনেকের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ লক্ষ্য করলেও ভোগ-বিলাসিতা, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও কলহ বিবাদ অন্যান্যদের মতই দেখতে পাই।

এরপরে মোগলদের যাত্রা ১০৫৭ পর্যন্ত। এঁদের মাঝে বিলাসিতা এবং নীতিহীনতা ছিল যথেষ্ট। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এরা ইসলাম ও মুসলিম জাহানের আশানুরূপ কিছু করতে পারেনি। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতা দখলের তীব্রতর প্রতিযোগিতা ও বিবিধ গর্হিত, কদর্য কার্যকলাপ ছিল যথারীতি বিদ্যমান। তদ্ব্যাতীত গ্রেট মোগল আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) যে ইসলামের মহাক্ষতি করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ক্ষমতার জন্য দ্বীনে ইলাহী; প্রবর্তন করে যাতে বহু শিরক ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ স্থান পায়। আর তাছাড়া বহু আলেমও তার নিষ্পেষণের শিকার হয়। বিশেষতঃ মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শেখ আহ্মদ সাবহিন্দ (রহঃ)। এদিকে বাণিজ্যের পথ ধরে বেনিয়া বৃটিশ এতদঞ্চলে আগমন করে এবং শেষ পর্যায়ে মীর জাফর ও তরে সাঙ্গদের সূত্রধরে পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়, ১৭৫৭ তে সিরাজের তথা বাংগালীদের পরাজয়ের পর তারা সাম্রাজ্য গড়ে এবং অবশেষে ১৮৫৭ তে মোগল বংশের পতন ঘটিয়ে তারা সমগ্র উপমহাদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

বস্তুতঃ বৃটিশ এখানে দুই শতাব্দী থাকলেও যে বীজ বপণ করে গিয়েছিল তা মহীরুহে পরিণত। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধারণ করে এখন আমরাও তাদেরই মানস সন্তান। বৃটিশ না থাকলেও তাদের নীতি ও আদর্শ আমাদের মাঝে এখন ও বিদ্যমান। আর ধর্মীয় মূল্য বোধ সেকেলে ও অচল।

উপসংহারঃ

এ নিবন্ধটির মাঝে আমরা কিছুটা দিক আলোচনা করেছি মাত্র। আমরা নিজেদের আমিত্বকে বিসর্জন দিতে পারিনি বিধায় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাছাড়াও ইসলামী মূল্যবোধ হতে দূরে সরে গিয়ে শিরক-বিদ'আত, ভোগ-বিলাসিতা, অন্যায়-অবিচার এবং নীতি ও আদর্শহীনতায় ক্রমধাবমান হচ্ছি দেখে এখনও উন্নতি আমাদের হয়নি। বস্তুতঃ অতীতের সে ধারাকেই অব্যাহত রেখেছি যথারীতি। নিজেদের স্বার্থ চরিত্রার্থ করার হীন প্রবণতায় লিপ্ত হবার দরুন মুসলিম উম্মাহ বারংবার হয়েছে খণ্ড বিখণ্ড। আধূনিক যুগেও সত্যিকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং ঐক্য ও সংহতি না থাকার দরুনই বসনিয়া, কাশ্মীর এবং আরাকান সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের উপর নির্যতানের স্টীম রোলার চলছে। এমনকি মুসলমান দেশেও ইসলামের কথা বলা যাবেনা, তজ্জন্যে মৌলবাদের ধোঁয়া তুলে ইসলামের গতি রোধ করার হীনতম প্রয়াস অব্যাহত ভাবেই চলছে।

অতএব, অধঃপতনের কারণগুলো নির্ণয় করে আমাদের আবারো উত্থান ঘটাবার জন্য জাগতে হবে। ইসলামী শিক্ষার সুমহান নীতি দ্বারা উদ্ভাসিত হবে। অবশেষে;

"তুফানে পতিত; কিন্তু ছাড়িবনা হাল,
আজ না হলে তা হতে পারে কাল।"

www.ahlehadeethbd.org

জাতির নৈতিক অবক্ষয় রোধে যুবসমাজ

-আব্দুল হাই

মহান আল্লাহ পাকের অমোঘ নিয়মানুযায়ী প্রতিনিয়ত এ পৃথিবীতে মানুষের আগমন ও প্রত্যাগমন ঘটছে। মানুষ পৃথিবীতে আসে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

الذى اخرجكم من بطن امهتكم لا تعلمون شيأ

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। শৈশব, কৈশর ও বার্ধক্য। শৈশব, কৈশর অবস্থায় তেমন কোন সুষ্ঠু চিন্তার বিকাশ ঘটেনা, পক্ষান্তরে বার্ধক্য অবস্থায় আবার চিন্তাশক্তির বিলোপ ঘটে। কিন্তু যৌবন কাল এ দুয়ের ব্যতিক্রম। যৌবন কালেই মানুষ অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যৌবনের তরুতাজা রক্ত ও বাহুর শক্তিবলে শত ঝড় ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে বীর বিক্রমে সামনে অগ্রসর হয়।

এ বয়সে মানুষ সাধারণতঃ পূর্ণ সুস্থ ও অবসর থাকে, তার সুস্থতা ও অবসরতা হচ্ছে আল্লাহর পথে কুরবানীর উপযুক্ত সময়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন "দু'প্রকারের নিয়ামতের হক আদায় না করার জন্য অধিকাংশ মানুষই ক্ষতিগস্ত ও ঋণী, তন্মধ্যে একটি সুস্থতা অপরটি অবসর।" এ অবসর ও সুস্থতা চিরস্থায়ী নয়। যেমন দেখুন, রাত্রির কালো অন্ধকার সূর্যের আগমনে কিভাবে বিদূরিত হচ্ছে।

লক্ষ্য করুণ, নতুন চাঁদ উদয়ের পক্ষকালের মধ্যেই পূর্ণত্ব লাভ করে তার শুশমায় রাত্রিকালে ধরা আলোকিত হয়ে উঠে কালোর আবর্তে পুনরায় ঘটে তার আত্মবিলুপ্তী।

আমাদের অবস্থাও অনুরূপ। শৈশব, যৌবন পৌঢ় ও পূর্ণবার্ধক্য এবং মৃত্যু অতঃপর পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ। মানবজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যুবজীবনের প্রতি ইংগিত করে জনাবে রাসুল (ছাঃ) এরশাদ করেন- তোমার বার্ধক্য আমার পূর্বেই তুমি তোমার যুবজীবনের মূল্যায়ন করঃ হাদীছের ভাষ্য নিম্নরূপঃ- اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك -

অতএব আমাদের বার্ধক্য আসার পূর্বেই যুবজীবনের মূল্যায়নে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আত্মার পরিশুদ্ধি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সঠিক জ্ঞানের বিকাশ, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা জীবনের সার্বিক পূর্ণতা। এসকল গুনাবলীর অধিকারী একজন যুবক আল্লাহর প্রদত্ত আমানত রক্ষা ও তার জীবনে জবাবদিহীর সঠিক উত্তর প্রদানে সক্ষম হতে পারে। কখনও কোন দুর্বলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। যে কোন প্রকার ফিৎনা-ফাসাদ তাঁকে গ্রাস করতে পারে না। কোন নৈরাশ্যই তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম নয়, এমনকি কোন কন্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথও তাঁর পা ফসকাতে পারে না। এরূপ যুবকই পূর্ণ মু'মিন-মুজাহিদ হিসাবে টিকে থাকতে সক্ষম। এই বিশেষণে

www.ahlehadeethbd.org

বিশোষিত যুবকদের প্রসংগে রাসূল (ছাঃ) বলেন- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عدل منها شاب نشأ في عبادة الله-

কিয়ামতের ময়দানে বিভিষিকাময় মূহুর্তে একমাত্র এই গুণবিশিষ্ট যুবকরাই আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে।

হে যুবসমাজ! চিন্তা করেছেন কি? ইসলাম কোন কালেই এমনিতে মানুষের মাঝে আসেনি, পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমন কি ইহার আদর্শও বিশ্বে প্রসারিত হয়নি; রাসূল (ছাঃ) এর আদর্শে সমুজ্জ্বল একদল মর্দে মুজাহিদ মু'মিন যুবসমাজের কর্মতৎপরতা ব্যতীত।

আজকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা মহান আল্লাহ নিকট থেকে হরণ করে গুটিকয়েক তথাকথিত সমাজপতিরা ভাগাভাগী করে নিয়েছে। ফলে নির্যাতিন, নিপিড়ন, অনাচার-অবিচার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, বেহায়াপনা নগ্নতা ও আল্লাহদ্রোহীতার রাজত্ব কায়েম হয়েছে সমাজে। অপর দিকে ঘৃণ্য মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের ছড়াছড়ি সর্বত্র। যাতে করে মানুষ মহান শ্রষ্ঠার দরবারে সালাতে দাঁড়িয়েও পায়ে পা, কাঁধে কাধ মিলিয়ে একাকার হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার ধনী-গরীব, ছোট বড়, মালিক-শ্রমিক, সৈয়দ-শেখ আর মিয়া-মন্ডলের রেষাবেষী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

এই নির্যাতিত নিপীড়িত মাযলুম জনতা চাতক পাখির ন্যায় অধীর আগ্রহে বসে বসে প্রহর গুনছে; কে তাদের শান্তির পথ দেখাবে? কে পরিচালিত করবে বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর পথে? এই আর্তনাদে হয়তো অনেক যুবকের চোখই হয়ে উঠবে অশ্রুশিক্ত। কিন্তু মনে রাখা উচিত, এই আর্তনাদ শুধু অশ্রুদিয়ে দুর করা যাবে না, এই আর্তনাদ দুর করতে প্রয়োজন জানমাল উৎস্বর্গ করে আল্লাহর পথে সংগ্রামের।

হে যুবক! প্রতিফোটা রক্তের হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। আসুন! তা ব্যয় করি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে এবং আল্লাহর দরবারে যৌবনের হিসাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। রাসূল (ছাঃ) বলেন- لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين إكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماعمل فيه-

"যৌবন কোন পথে ব্যয় করা হয়েছে এর সঠিক উত্তর প্রদান করা পর্যন্ত মহাপ্রলয়ের দিন এক কদমও চলা সম্ভব নয়।"

এই ঘুনেধরা সমাজের অজ্ঞতা, দ্বীনতা, হীনতা, জরাজীর্ণতা, খুন-খারাবী, হিংসা-বিদ্বেষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মত নির্লজ্জতা দূর করে সুশিক্ষিত, আদর্শ ও কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক সর্বাত্তক সমাজ বিপ্লবের কাজ একমাত্র তাওহীদি অকীদায় বিশ্বাসী নিবেদিত প্রাণ, ঈমান ও আমলে সামঞ্জস্যশীল এবং জাহেলিয়াতের সাথে আপোষহীন যুবসমাজের দ্বারাই সম্ভব। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হৌন। আমীন !!

www.ahlehadeethbd.org

জিহাদী স্মৃতি

মৌঃ বেলাল উদ্দীন, খয়ের সূতী, পাবনা

রক্তে যাদের বালাকোট আর
খুন রাঙা বাঁশের কেল্লা,
ছিত্তানা ও মুল্কা আজও
সাক্ষ্য আছে আম্বালা।
আছমাছুত ও সমরকন্দ
আন্দামানে রক্তে লাল,
কোন মুজাহিদ চলল ছুটে
সাইক্লোনে উজান পাল।
ফাঁসির দড়ি ফেল্‌ল ছিঁড়ে
আহলেহাদীছ বিপ্লবী,
কাঁপল গদি বৃটিশ রাজ্যের
দমন করা ওহ্‌হাবী।
শয়তানেরা ঐক্য হ'ল
হিন্দু বৃটিশ একসাথে,
বিদ'আতিরাও সুযোগ মত
সেই প্রভূদের পা-চাটে।
শাসন শোষণ কালাপানি
সূল-ফাঁসি কি ভুলা যায়,
এ ইতিহাস বারে বারে
রক্তে মোদের দোলা দেয়।।

হিসাব-নিকাস

কাজী মোঃ আব্দুর রহিম, জয়পুরহাট।

কত রঙে সাজারে মন
কত রঙে সাজ,
পরপারের ভাবনা কিছু
ভাবরি মত ভাব।
হিসাব-নিকাস রাখলি নাতো
দিন যে গেল ফাঁকি,
ভেবে দেখ বসে বসে
আর কত দিন বাকি।
রঙ তামাশার দুনিয়াটায়
রঙের খেলা-খেলি,
চলে যাবে পরপারে
শূন্য দু'হাত মেলি।
দূর মদীনায় কাঁদছে নবী
কাঁদে ওমর, আলী,
পর পারের ডাক এল যে,
শূন্য তোমার ডালি।
এখনো ভাই আছে সময়
খাতা কলম ধরি,
নিজের হিসাব নিজে রেখে
মাসিক রিপোর্ট গড়ি।

www.ahlehadeethbd.org

অভিলাষ

মোল্লা মাজেদ, পাংশা, রাজবাড়ী

রাখিস না মা ঘরের কোণে
বিশ্ব জুড়ে ঘুরতে দে,
নিপুঁন ভাবে শক্ত হাতে-
এলএমজিটা ধরতে দে।
কি লাভ শুধু শান্ত থেকে
যুদ্ধ জিহাদ করতে দে।
এখন থেকে বিশ্বটাকে
মনের মত গড়তে দে।
আল্-কুরআনের বাণী টারে
আপন মনে মানতে দে।
বিশ্বপ্যাপী আল্লাহ্ তা'য়ালার
বিধান জারি করতে দে।
দিসনে বাধা বাধলে লড়াই
লড়ার মত লড়তে দে,
লাভ ক্ষী রেখে ভীরু জীবন
আল্লাহর রাহে মরতে দে ।।

ভুল ঠিকানা

মোঃ আমীরুল ইসলাম (মাস্টার) ভায়ালক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

খোদার পথে জিহাদ করার,
এই ধরায় আর ক'জন আছে।
নাম ঠিকানা পেলে পরে,
লিখব চিঠি তাদের কাছে।
এই পৃথিবীর কোনবা দেশে,
কোথায় তারা বসত করে।
পাহাড় চূড়ার আসমানে না,
ভীষণ গহীন সাত সাগরে।
কোথায় তাদের শহর নগর,
দূর্গ তোরণ সেনাপতি।
কোথায় তাদের বিজয় নিশান,
উড়তে থাকে দিবার রাতি।

www.ahlehadeethbd.org

অস্ত্রাগারে অস্ত্র কি ভাই,
আজো উঠে ঝনঝনিয়ে।
অত্যাচারীর গর্দ্দানে কি,
রক্ত ছোটে ফিনকি দিয়ে।
জান-মাল আজ খোদার পথে,
বিলিয়ে কি ভাই দিচ্ছে তারা।
শহীদ হওয়ার আশাতে কি,
ছুটছে হয়ে পাগল পারা।
খোদার রাজ্যে খোদার কানুন,
সকল খানে করতে জারি-
ছুটছে কি ভাই তেগ তলোয়ার,
হস্তে নিয়ে সারি সারি।
জালিম পাপি মুনাফিকদের,
গর্দ্দানে কি হানছে ছোরা।
সত্য করে বলনা আমায়,
কেও যদি ভাই জানিস তোরা।
মুশরিক আর মিথ্যাবাদী,
অত্যাচারীর ঘাড়ে ধরে।
দিচ্ছে কি ভাই শিক্ষা তাদের,
সত্য ন্যায়ের চাবুক মেরে।
যারে সুধাই কেউতো আজো,
দেয় না আমায় আসল খবর।
কতই বলো ধৈর্য্য ধরি,
কতকাল আর করি সবর।
কতজনে দিল আমায়,
বারে বারে ভুল ঠিকানা।
কেমনে সেথায় যাবার তরে,
লিখি আমার পত্রখানা।

সরল পথ

মোঃ লোকমান হাকিম (রংপুর)

সত্য কথা বল মু'মিন
সরল পথে চল,
ইহকালে দুঃখ হলেও
পরকাল হবে ভাল।
বাঁকা পথে দুষ্টরা সব
করছে কত খেলা,
গেলে তুমি সেই পথে ভাই
বাড়বে শুধু জ্বালা।
সময় থাকতে ধর সবাই
আল্লাহ নবীর বাণী,
চেষ্টা তোমায় করতে হবে
শিখতে কুরআনখানি।
রাসুল মোদের বলে গেছেন
এটাই আমার মত,
তার যত সব আছেরে ভাই
শয়তানেরই পথ।
সরল পথে চললে তুমি
পাবে পরিত্রাণ,
বক্র পথে চললে পাবে
শাস্তি জাহান্নাম।
নবীর কথা সরল মনে
ধর হাতে-দাঁতে,
নিশ্চয়ই জানিবে তুমি
মুক্তি পাবে তাতে।

www.ahlehadeethbd.org

হে তরুণ

মুহাঃ রফিকুল ইসলাম (বগুড়া)

ধীরে ধীরে আজ তুমি
যখন হয়েছে তরুণ,
গড়ে নাও তুমি আজ হতে
তোমার জিহাদী জীবন।
কুয়াশায় চিরদিন ঢাকে না রবি
তুমিও তেমন তাই,
তারুণ্য তোমার উঠেছে উছলিয়া
কর বাতিলের সনে লড়াই।
থমকে দাড়াও যদি তুমি
হবে চিরকলঙ্কি,
শয়তান এসে ভুলাবে পথ
হবে তোমার পাপ সঙ্গি।
অবশেষে অগ্নি শিখা
লেলিবে তোমার পানে,
চির জাহান্নামী হবে তুমি
জালিম পাপির সনে।

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝান্ডাবাহী একক যুবসংগঠন
"বাংলাদেশ আহ্‌লেহাদীছ যুবসংঘ"

www.ahlehadeethbd.org

একেই বলে অন্ধ পূজা

আবু আবদুল্লাহ

মোদের নবী বলে গেছেন
বিদায় হজ্জের ভাষণে
তোমরা মেনে চল যা আছে
হাদীছে আর-কুরআনে।
হাদীছ কুরআন মানেনা আজ
পীরের কথা শুনে।
করব পুজা করে ওরা
পীরের কথা মেনে।
হাদীছ কুরআন ছেড়ে দিয়ে
যায় কোন এক কবরে
প্রাণ দিয়ে ভক্তি করে তাহারে।
হাদীছ কুরআন ছেড়ে দিয়ে
যায় কোন এ পীরের মাঝারে
বড় বলে ভক্তি করে তাহারে।
একেই বলে অন্ধপূজা,
একেই বলে শিরেকি পাপ,
এই পাপ আল্লাহর দরবারে
কিছুতেই হবেনা মা'ফ।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা-
জাতীয় ও বিজাতীয় তাক্বলীদ।

www.ahlehadeethbd.org

আঁধার পথের আলো

-হুসাইন আল মাহমুদ (কাবিল)

ইসলামেরই স্বচ্ছ আলোয়
জীবন খানি গড়,
প্রাতেঃ ওঠে ছালাত পরে
কুরআন খানি পড়।
ঐশী বাণীর শিক্ষা তোমার
আঁধার পথের আলো,
ওহীর জীবন গড়লে পরে
হবে তোমার ভাল।
নবীর পথে সংগ্রামেরই
শপথ তুমি নাও
ইহজীবন যেমন-তেমন
যদি পরজীবন চাও।
জান্নাতেরই বাগ-বাগিচা
তোমার পানে চেয়ে
সুখী হবে অবশেষে
ঐ নেয়ামত পেয়ে।

প্রচলিত অর্থে আহ্‌লেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়।
ইহা নির্ভেজাল তাওহীদি আন্দোলনের নাম।

www.ahlehadeethbd.org

বীর সেনানী

-ইবনে আহমদ

অকুতভয় বীর সেনানী
চল ছুটিয়া চল,
ঐ দেখ চেয়ে বীর সিপাহী,
লড়ছে অবিচল।
অকাতরে দিচ্ছে প্রাণ
দ্বীন ইসলামের তরে,
কত মা-বোন পুত্র শোকে
ডোকরে কেঁদে মরে।
বস্ত্র হীনে বৃদ্ধ লোকে
কাঁপছে থরো থরো
ক্ষুধায় কাতর কতজনে
হচ্ছে জড়ষড়।
নগ্নতারই বলয় গ্রাসের
শিকার মুসলিম নারী
যেনা-ব্যভিচার চলছে হেতা
আহা মরি মরি।
বন্ধু বলে ডাকবে ক'দিন
সন্ধি বানী হাকি
জাগরে এবার অস্ত্র হাতে
জিহাদ জিহাদ ডাকি।

পুজিবাদ, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্যগণতন্ত্র, আঞ্চলিকতাবাদ সবই এক কথায় জাহেলিয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

সুখবর

সুখবর

আল্লাহর অশেষ মেহের বানীতে
১৩টি ইসলামী জাগরণী সম্বৃদ্ধ
"আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী"র
১ম অডিও ক্যাসেট বের হয়েছে
আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

যুবসংঘ প্রকাশনী
মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা)
রাণীবাজার, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।